সারসংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখার জগতে প্রবেশ করেন। অনেকটা আকস্মিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথের বাল্যগ্রন্থাবলীর সিরিজের অভাব দূর করতে তাঁর উৎসাহে সেই যে কলম ধরা তা তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত সচল ছিল। একে একে সৃষ্টি করেছিলেন 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', বুড়ো আংলা'-র মত বই। জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি সবসময় থেকেছেন মাটির কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা সমাজসেবা মূলক কাজে সামিল হয়েছেন। এইভাবে দেশীয় ঐতিহ্য ও লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মলাভ করেছিল। লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্যের নানা বিষয় রূপকথা, পুরাণ, ব্রত, প্রবাদ, লোকবিশ্বাস-সংস্কার এর প্রতি তাঁর ছিল সমান আগ্রহ। যেগুলি তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাঁর সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন।

তাঁর রচনায় লোকসংস্কৃতির বস্তুধর্মী ও ভাবধর্মী উপাদানগুলি কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার আলোচনার জন্য 'অবনীন্দ্রনাথের রচনায় লোকসংস্কৃতির উপাদান' বিষয়টিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এসেছে অবনীন্দ্রনাথের জীবন ও সমকাল এই বিষয় নিয়ে আলোচনা। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট গুণেন্দ্রনাথের তৃতীয় সন্তান হিসাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তাঁর স্কুল জীবন, চিত্র শিক্ষার হাতেখড়ি, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় সাহিত্যের চর্চা, নানা সমাজসেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ থেকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবনের নানা দিক এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিন্যাস ও বিষয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর সমগ্র রচনাকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে লোকংসংস্কৃতির উপাদানগুলি নিয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। লোকসংস্কৃতির বিভিন্নভাগ ও তাদের বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা এগিয়েছে।

গবেষণার চতুর্থ অধ্যায় - অবনীন্দ্রনাথের রচনায় লোকসংস্কৃতির উপাদান এই বিষয় নিয়ে। আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিকে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে লোকসংস্কৃতির বস্তুধর্মী উপাদন লোকখাদ্য-পানীয়, লোক পোষাক-পরিচ্ছদ, লোক তৈজসপত্র, লোক অংলকার, লোক যানবাহন, লোকশিল্প প্রভৃতি বিষয়গুলি অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লোক সংস্কৃতির ভাবধর্মী উপাদান - লোক বিশ্বাস-সংস্কার, রূপকথা, ছড়া, লোকসঙ্গীত, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, ডাক ও খনার বচন,

ব্রতকথা, লোকক্রীড়া, লোকপ্রথা বা লোকাচার প্রভৃতি বিষয়গুলি অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা পত্রের পঞ্চম অধ্যায়-এ অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যের চিত্রধর্মীতায় লোকায়ত চেতনা কীভাবে ফুটে উঠেছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এইভাবে তাঁর সাহিতে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

—o—